চীনের লোক-কাহিনী

পদ্মপরী

পদ্মপরী

সম্পাদক : সিয়াও জ্যু
চিত্রকর : হু লিপিন

পরিবেশক
চলন্তিকা বইঘর
১৪, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ডলফিন প্রকাশন, পেইচিং

প্রথম সংস্করণ ১৯৮৭

অনুবাদ : চাং চিননুয়ান

প্রকাশনা : ডলফিন প্রকাশন
২৪, পাই ওয়ান চুয়াং, পেইচিং, চীন

পরিবেশনা : চীন আন্তর্জাতিক পুস্তক বাণিজ্য কর্পোরেশন (কুওচি শুতিয়ান)
পোস্ট বক্স ৩৯৯, পেইচিং, চীন

গণ প্রজাতন্ত্রী চীনে মুদ্রিত

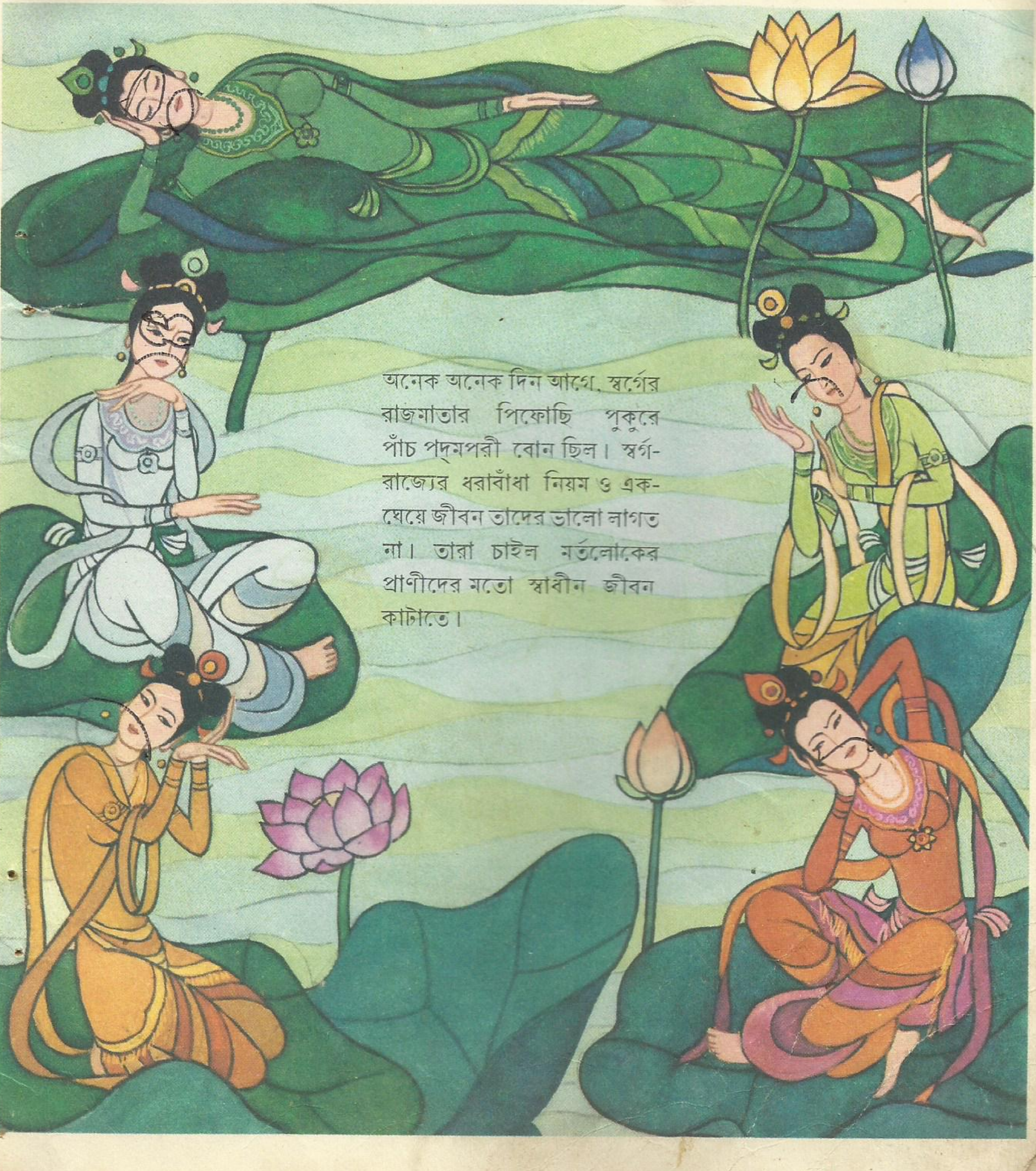

অনেক অনেক দিন আগে, স্বর্গের রাজমাতার পিফোচি পুকুরে পাঁচ পদ্‌মপরী বোন ছিল। স্বর্গ-রাজ্যের ধরাবাঁধা নিয়ম ও এক-ঘেয়ে জীবন তাদের ভালো লাগত না। তারা চাইল মর্তলোকের প্রাণীদের মতো স্বাধীন জীবন কাটাতে।

এক দিন, রাজমাতা যখন ঘুমুচ্ছিলেন, তখন পাঁচ পরী বোন পিফোছি পুকুর ছেড়ে পদ্মফুলের রূপ ধরে সাদা মেঘে চড়ে পৃথিবীতে নেমে এল।

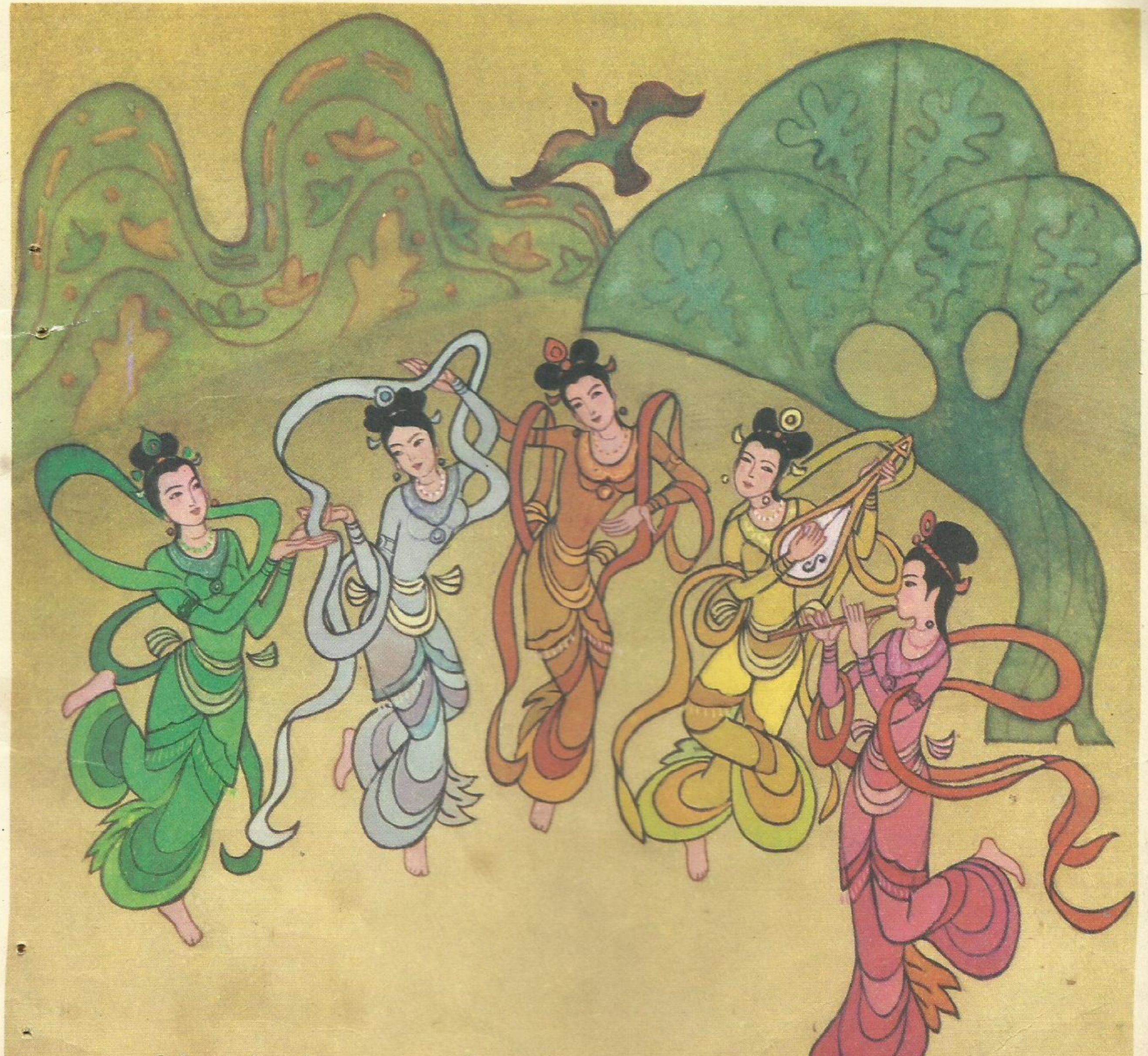

পৃথিবীতে পেঁৗছেই তারা আবার পরীর রূপ নিল।
হাত ধরাধরি করে তারা আনন্দে নাচতে লাগল।

পদ্মপরীরা এই প্রথমবার মর্তলোকে এল। কোন জিনিস দেখলেই তাদের মনে হত সেটি খুবই মজার।

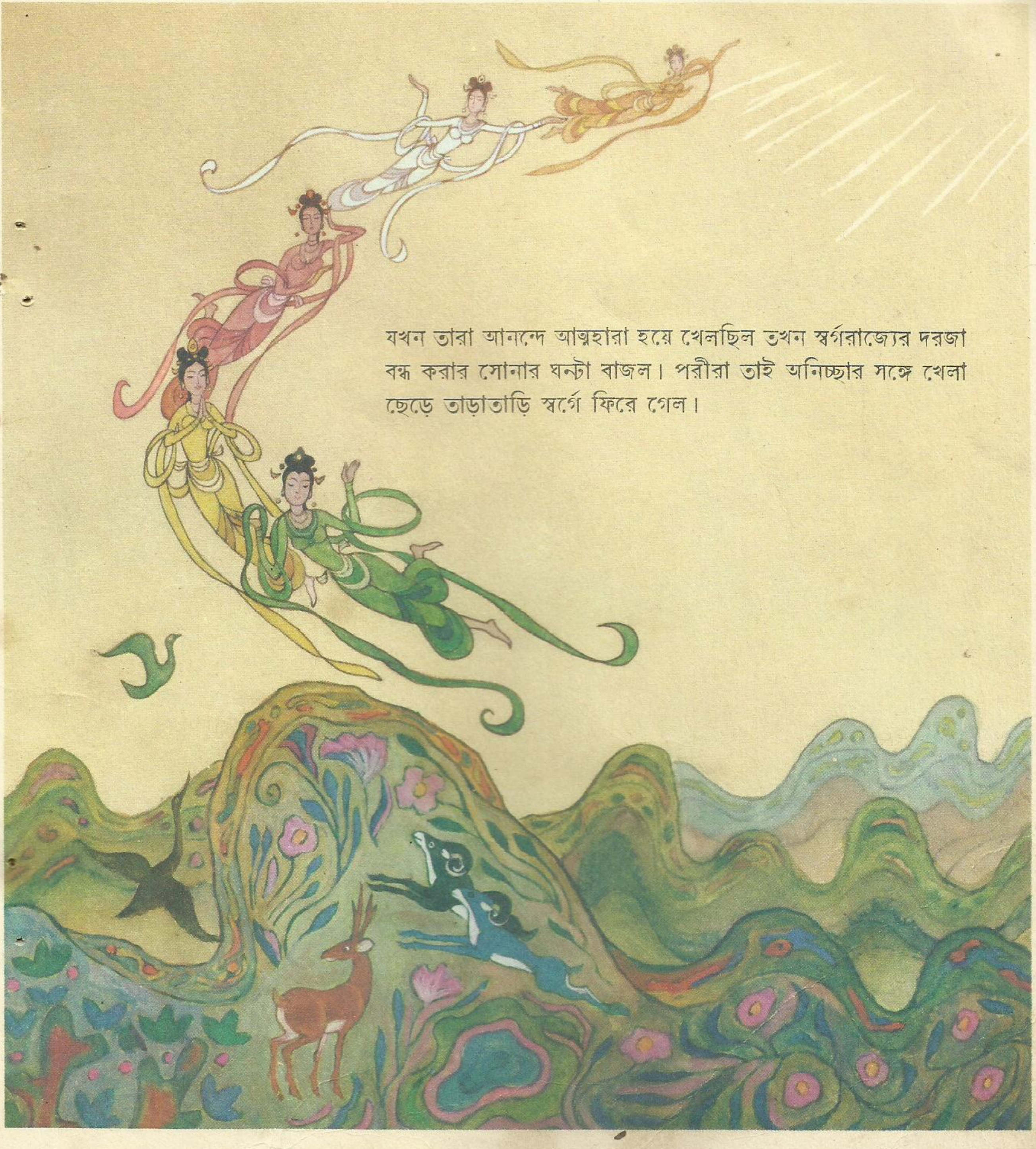

যখন তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে খেলছিল তখন স্বর্গরাজ্যের দরজা বন্ধ করার সোনার ঘন্টা বাজল। পরীরা তাই অনিচ্ছার সঙ্গে খেলা ছেড়ে তাড়াতাড়ি স্বর্গে ফিরে গেল।

এরপর থেকে , পাঁচ পদ্মপরী বোন প্রায়ই পৃথিবীতে নেমে আসত খেলাধূলা করতে। কখনো কখনো তারা সুন্দর পদ্মকলির রূপ ধরে ফুটে উঠবার জন্য সূর্যের দিকে তাকিয়ে জলে ভেসে থাকত।

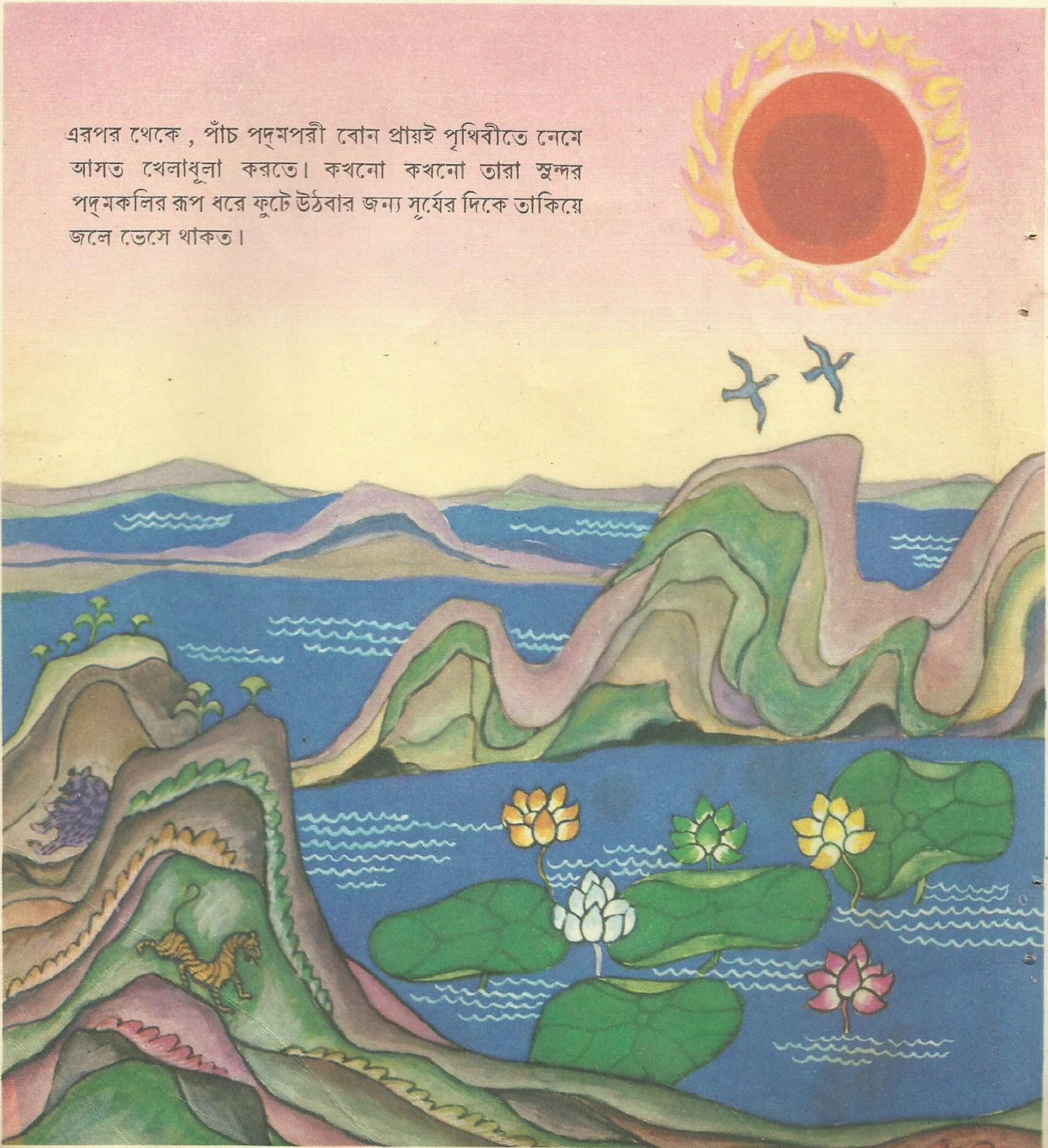

একবার পৃথিবীতে অনেক দিন ধরে বৃষ্টি হলো না। তাই ফুল, ঘাস ও গাছ সব শুকিয়ে গেল। অনেক জলচর ও বুনো হরিণ জলাভাবে মারা গেল।

পৃথিবীর এই অবস্থা দেখে পদ্মপরীরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। তারা ঠিক করল, স্বর্গ রাজ্যের নিয়ম না মেনে পিফোচি পুকুরের দৈবজল চুরি করে এনে পৃথিবীর প্রাণীদের জীবন রক্ষা করবে।

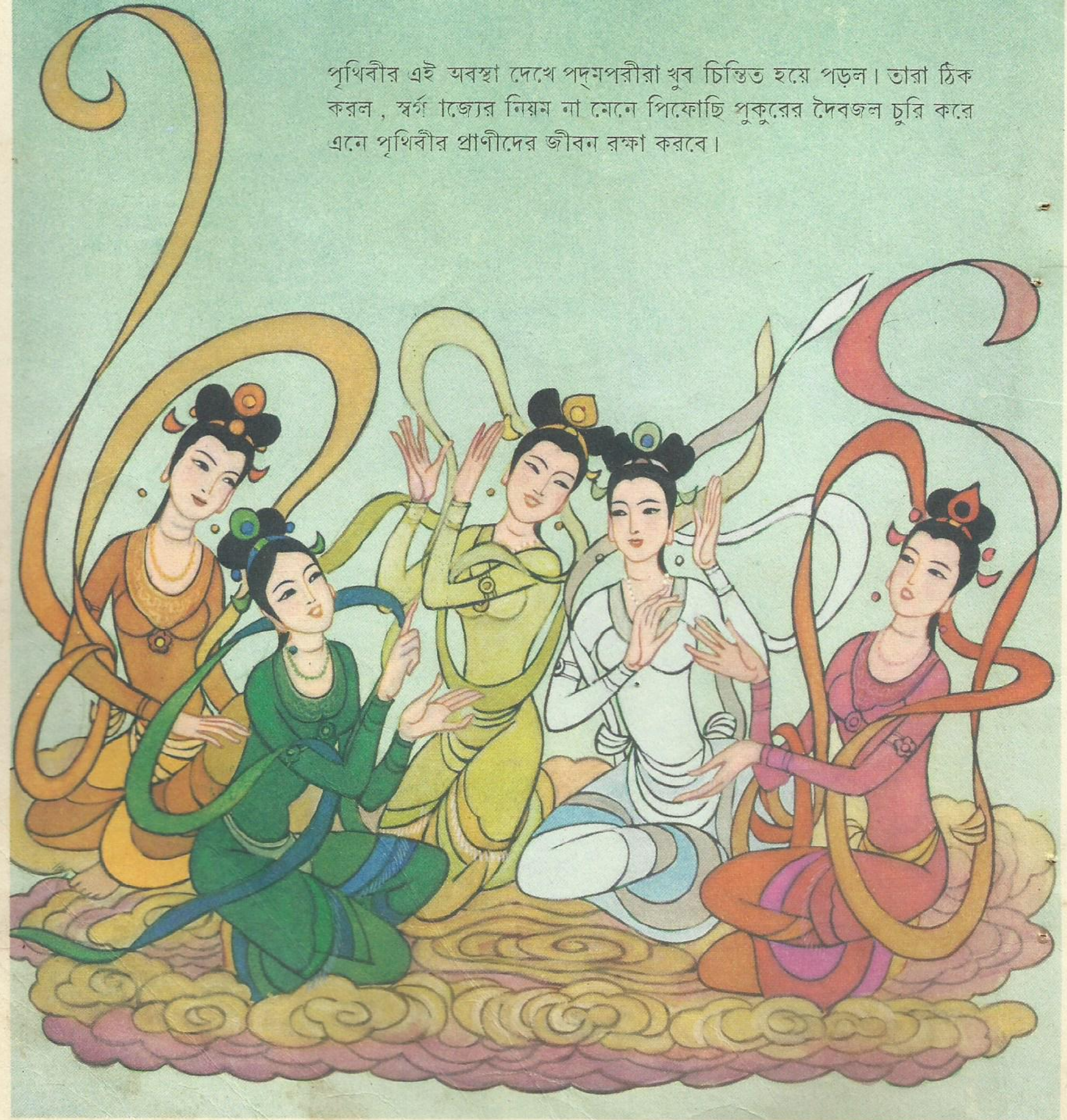

একদিন সকালে পদ্মপরীরা পাঁচটি সোনার পেয়ালায় দৈবজল ভরে তাড়াতাড়ি স্বর্গরাজ্য থেকে পৃথিবীর উদ্দেশ্যে রওনা হলো। আকাশে উড়তে উড়তে তারা দৈবজল ফেলার জন্য ভালো জায়গা খুঁজতে লাগল।

হঠাৎ আকাশ-মাটি কাঁপিয়ে সোনার ঢাকের আওয়াজ শোনা গেল। স্বর্গের রাজমাতা কুয়াশা মেঘে চড়ে স্বর্গের সৈন্য ও সেনাপতিদের নিয়ে পদ্মপরী-দের ধরবার জন্য তাড়া করলেন।

পদ্মপরীরা ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি পদ্মফুলের রূপ নিয়ে পদ্মপাতার নীচে লুকিয়ে পড়ল।

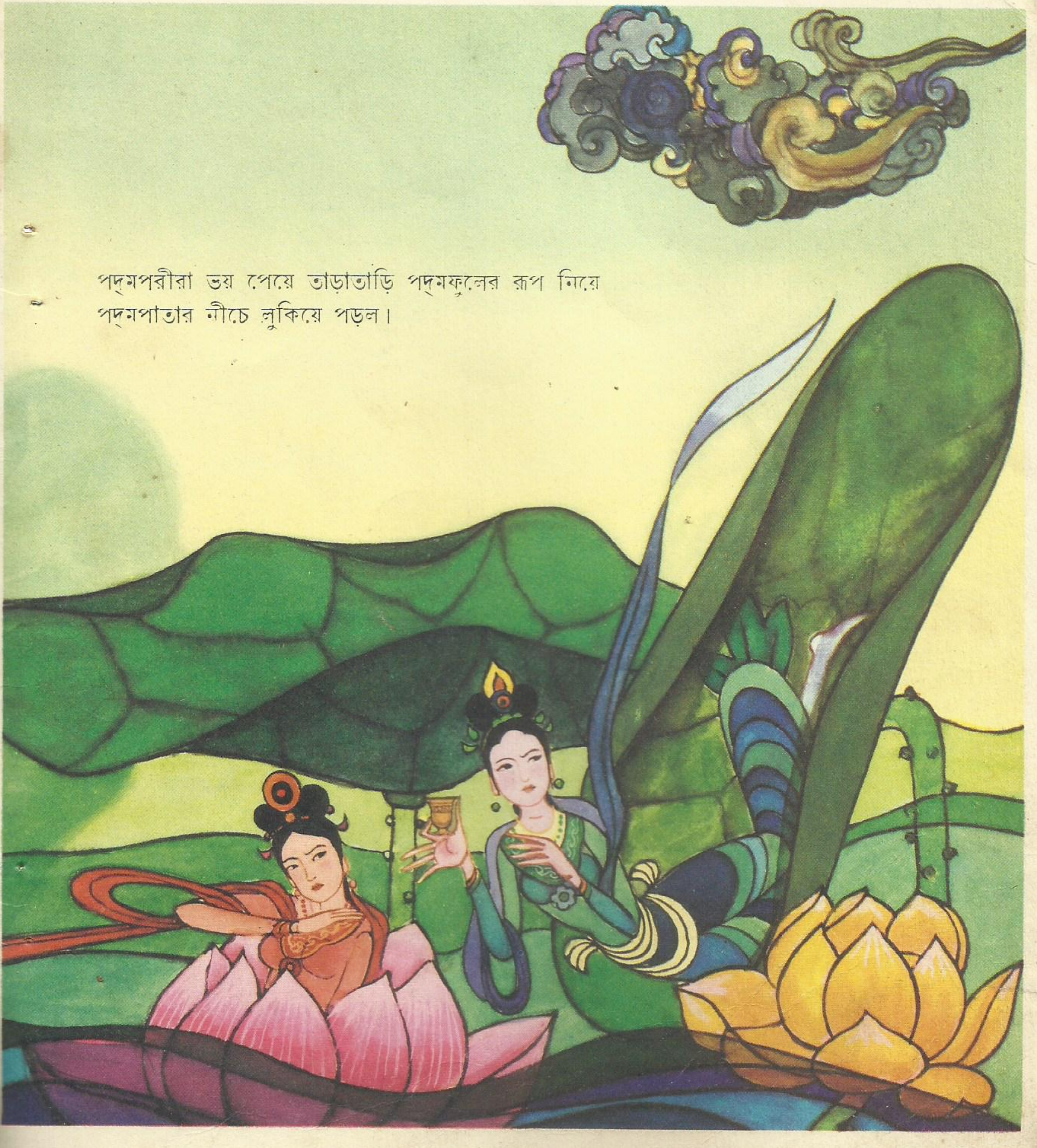

রাজমাতা বুঝতে পারলেন পদ্মপাতার নীচে যে পদ্মফুলগুলি কাঁপছিল সেগুলিই আসলে দৈবজল চুরি করা পাঁচ পদ্মপরী বোন। তাঁর এক হুঙ্কারেই পদ্মপরীরা আবার নিজেদের আসল রূপে ফিরে এল।

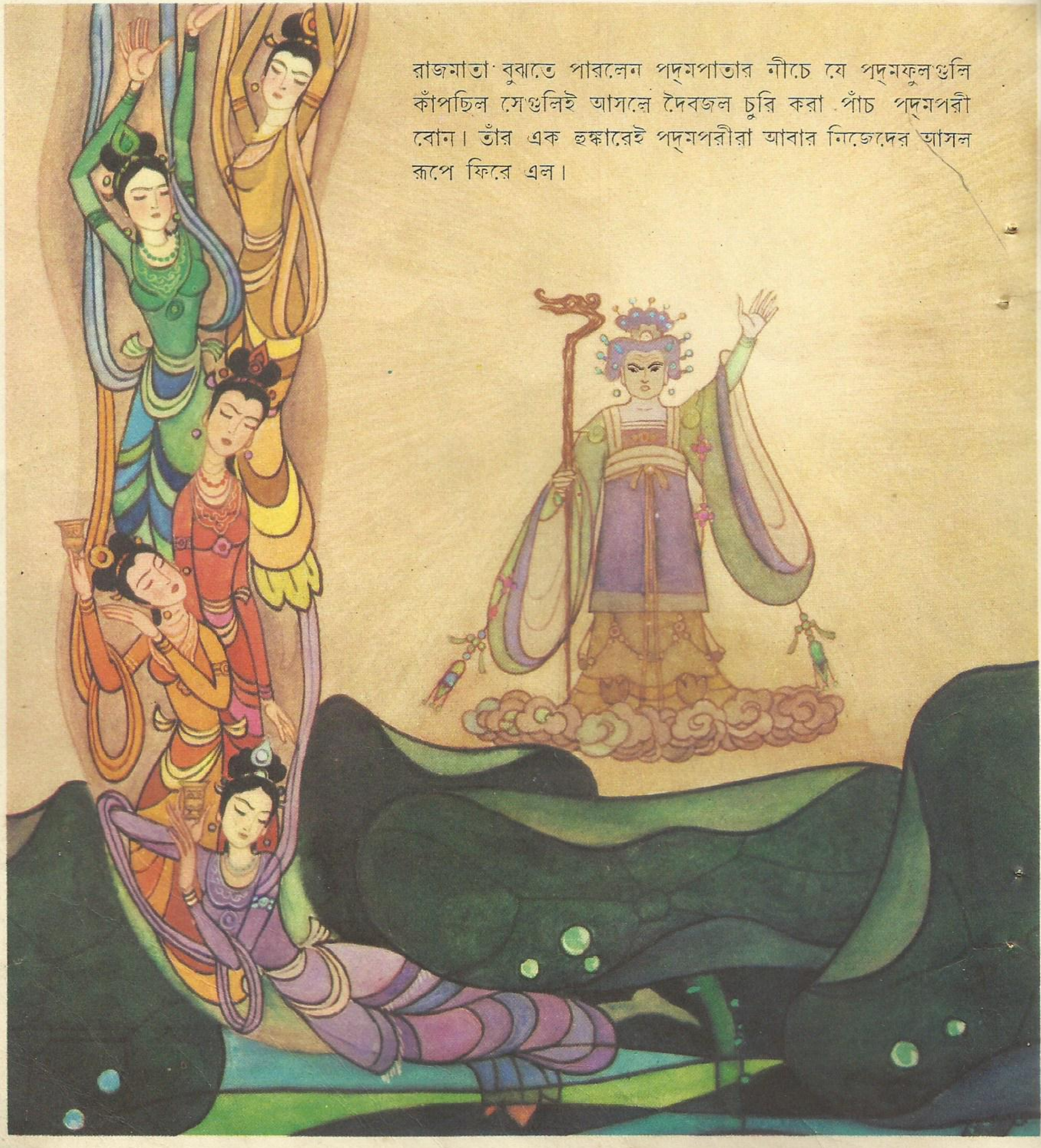

রাজমাতা স্বর্গের সৈন্য ও সেনাপতিদের আদেশ দিলেন পদ্মপরী-দের ধরে নিয়ে স্বর্গের কারাগারে বন্দী করে রাখতে। পদ্মপরীরা বার বার অনুনয় করে বলল যে তারা পৃথিবীতেই জীবন কাটাতে চায়।

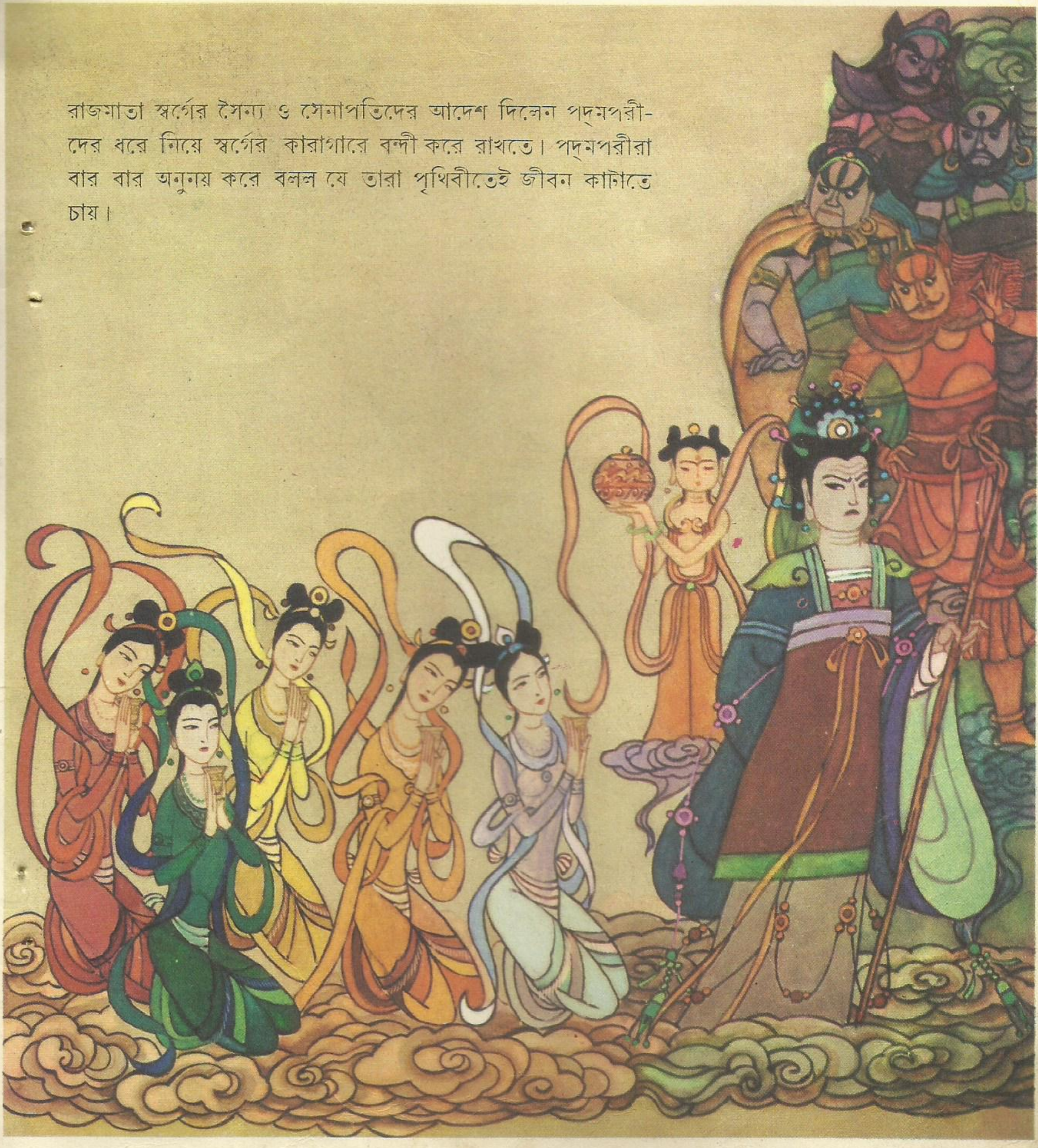

রাজমাতা কিছুতেই তাদের কথায় রাজী হলেন না। তিনি তাঁর সৈন্য ও সেনাপতিদের আদেশ দিলেন পদ্মপরীদের হাত থেকে দৈবজল ভরা সোনার পেয়ালা কেড়ে নিতে।

দৈবজল ও সোনার পেয়ালা হাতছাড়া না করার জন্য পদ্মপরীরা তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল। স্বর্গের সৈন্য ও সেনাপতিরা তাদের পিছনে ধাওয়া করল।

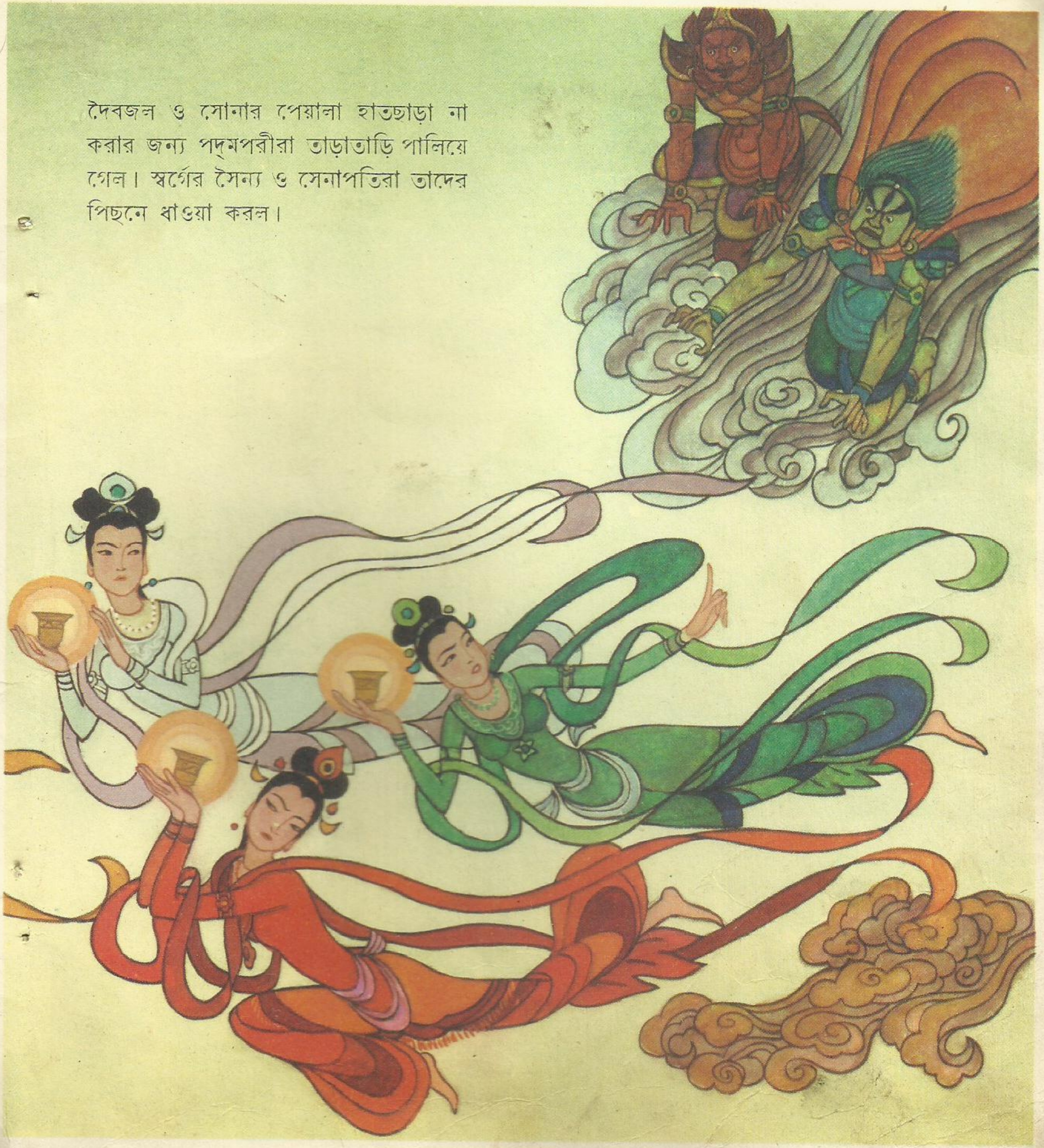

কোন উপায় না দেখে পদ্মপরীরা সোনার পেয়ালা মাটিতে ফেলে দিল। তক্ষুণি পৃথিবীর পাঁচটি জায়গা থেকে জল বের হতে লাগল।

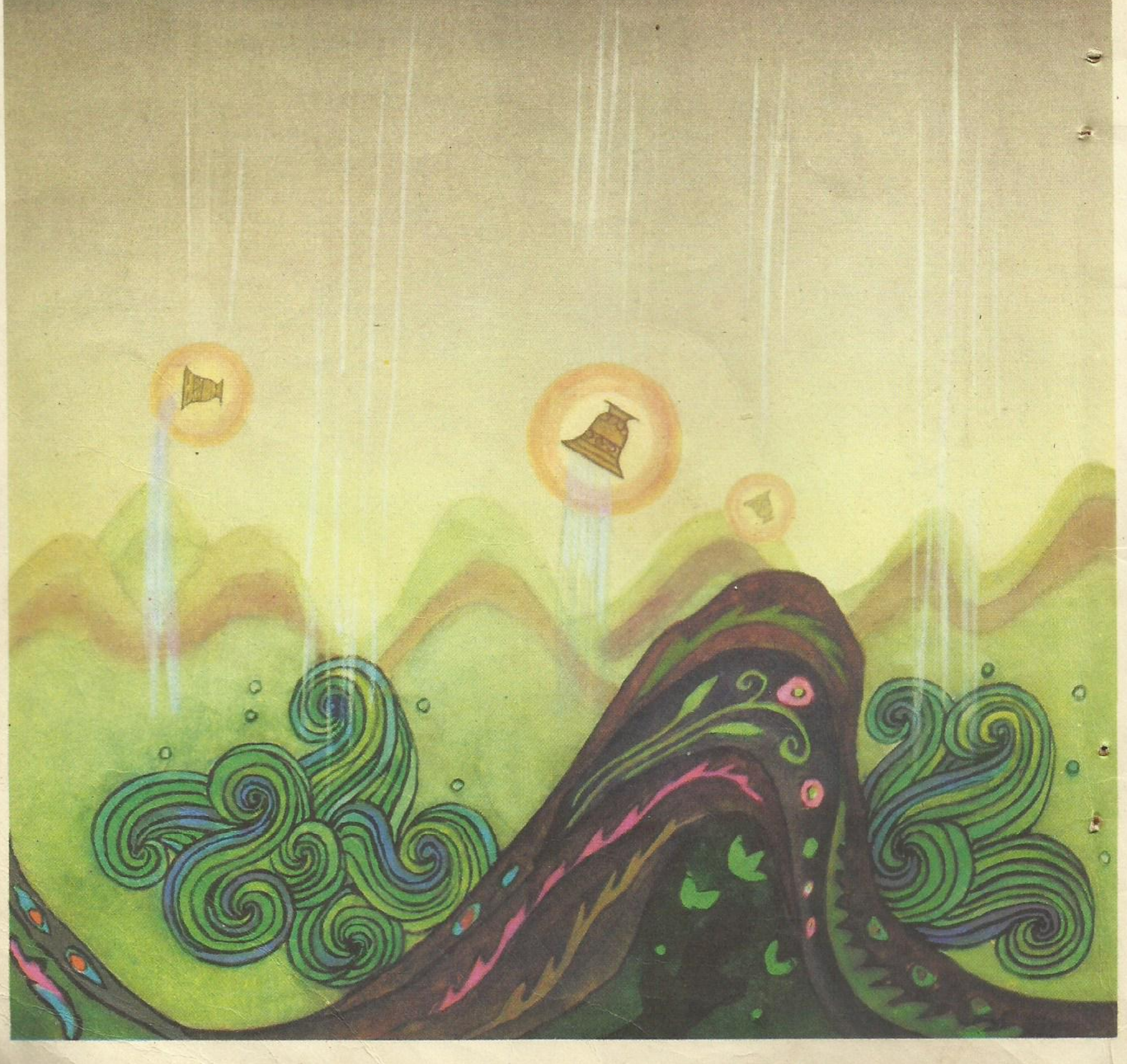

পদ্মপরীরা সোনার পেয়ালা ফেলে দিল দেখে রাজমাতা রাগে চিৎকার করে বললেন, “তোমাদের আমি অভিশাপ দিচ্ছি, তোমরা চিরকাল মর্তজগতে পুকুর হয়ে থাকবে, আর কখনো স্বর্গরাজ্যে ফিরে যেতে পারবে না।”

রাজমাতার কথা শেষ হতেই পদ্মপরীরা পাঁচটি পুকুরে পরিণত হলো। আগের পাঁচটি জায়গা থেকে জল এসে এই পুকুরগুলিতে পড়ল। সেখানে নানা রঙের পদ্মফুল ফুটতে লাগল। তারপর থেকে পাঁচ পদ্মফুল বোন প্রতি বছর পদ্মবীজ ও পদ্মকন্দ দিত। জনগণের সুখের জন্য তারা আনন্দে এই কাজ করত। লোকেরা এই পাঁচটি পুকুরের নাম দিল 'পঞ্চ মহাপদ্ম পুষ্করিণী'।